United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন

ফোন : ৮৮০-২-৯৬৭৫০০২, ৯৬১২৯৯৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৩৪২০
ওয়েব : www.bncu.gov.bd

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১, জহির রায়হান রোড, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা- ১২০৫

তারিখঃ ২৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

প্রেস রিলিজ

আজ (রবিবার) ঢাকার পলাশী-নীলক্ষেতস্থ ব্যানবেইস ভবনে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এর সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'কোভিড-১৯ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিতকরণ'। প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ভার্চুয়ালি অংশ নেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং বিএনসিইউ'র মহাসচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

আলোচ্য প্রতিপাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক। ভার্চুয়াল আলোচনায় আরোও উপস্থিত ছিলেন মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিয়াট্রিস কালডুন, হেড অব্ অফিস এন্ড ইউনেস্কো রিপ্রেজেন্টেটিভ টু বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি কোভিড-১৯ মহামারীতে সকলকে নিরাপদ থাকার এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার আহবান জানান। তিনি চলমান কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষপের কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যৌথভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আমার ঘর, আমার স্কুল' (My home , My School) নামে দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করেছে যাতে করে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসেই তাদের পড়াশুনা চালু রাখতে পারে। তিনি তাঁর বক্তব্যে সব কিছুর আগে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কোভিড ভ্যাকসিন প্রয়োগে সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে অচিরেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন, জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের ১৯০টি দেশের প্রায় ১.৬ বিলিয়ন শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রম এই কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ও হচ্ছে। উন্নত দেশসমূহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হলেও নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন তুলনামূলকভাবে অধিকতর হুমকির মুখে পড়েছে। এসকল দেশের শিক্ষাখাতে ইতোমধ্যে বিরাজমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি ও প্রযুক্তিগত অসমতাকে এই অতিমারি আরো প্রগাঢ় করে তুলেছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, সচিব বলেন, বর্তমান সরকার ২০২০-২০২১ সালকে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে সমগ্র জাতির সাথে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও নানা আয়োজনে 'মুজিববর্ষ' পালন করছে। 'মুজিববর্ষে' ২১ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন উদ্‌যাপন আমাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের চেতনাকে যেমন শাণিত করবে তেমনি ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরও প্রত্যয়ী এবং দেশের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ করবে। কোভিড -১৯ এর এই শিক্ষার্থী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবেই চলমান প্রতিকূলতা কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে।

বার্তা প্রেরক

এস এম ফয়সাল আরাফাত
প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি),বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫২০১৪৬।